তারিখ : 20 APR 2013
পৃষ্ঠা : 20 কলাম : 3

উপাচার্যের সঙ্গে অশোভন আচরণ

আওয়ামী লীগ ও রাবি শিক্ষক সমাজ মুখোমুখি

■ রাজশাহী ব্যুরো

উপাচার্যের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতার অশোভন আচরণকে কেন্দ্র করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজ ও মহানগর আওয়ামী লীগ নেতারা মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়েছেন। দু'পক্ষই পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি পালন করছে। শিক্ষকরা নিন্দা-প্রতিবাদ জানাচ্ছেন বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে উপাচার্যকে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য সাত দিনের আলটিমেটাম দিয়েছেন নগর নেতৃবৃন্দ। গত শনিবার সংবাদ সম্মেলন করে উপাচার্যকে সাত দিনের মধ্যে ক্ষমা চাইতে আলটিমেটাম দিয়েছেন নগর আওয়ামী লীগ নেতারা। অন্যদিকে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ এ ঘটনার প্রতিবাদে গতকাল রোববার সকালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মৌন মিছিল করে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সবাইকে রুখে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

পৃথিবীর বেশিরভাগ রাজনীতিবিদই পুরুষ!

আওয়ামী লীগ ও রাবি শিক্ষক

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

দাঁড়ানোর আহবান জানিয়েছেন। জানা গেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াই রাজশাহী-১ (তানোর-, গোদাগাড়ী) আসনের সাংসদ ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ওমর ফারুক চৌধুরীর শাহ মখদুম মেডিকেল কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ওই প্রতিষ্ঠানটিকে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা করেন। গত বুধবার ওই জরিমানার অর্থ মওকুফের আবেদন নিয়ে সাংসদ ওমর ফারুক চৌধুরী উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিনের কাছে এলে তিনি তার আবেদনের পক্ষে সাড়া দেননি। এতে ওমর ফারুক চৌধুরী ক্ষুব্ধ হয়ে উপাচার্যের টেবিল চাপড়ে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন।

সাংসদ ওমর ফারুক চৌধুরীর হুমকির পরদিন বৃহস্পতিবার রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকার ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতারা উপাচার্যের কার্যালয়ে যান। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগসহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে উপাচার্য মুহম্মদ মিজানউদ্দিন তাদের এসব দাবি নিয়ে কথা বলা অযৌক্তিক বলে জানিয়ে দেন। এ সময় আওয়ামী লীগ নেতারা উপাচার্যের কার্যালয়ে কয়েকজন শিক্ষককে লাঞ্ছিতসহ উপাচার্যকে অপদস্থ ও অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন বলে জানা যায়।

এ ঘটনার পর পরই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করে বিক্ষোভ করে। শনিবার দুপুরে রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেছেন, উপাচার্যকে সাত দিনের মধ্যে আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তা ছাড়া তার পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার হুমকি দেওয়া হয়।

অন্যদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ এ ঘটনার প্রতিবাদে রোববার পাল্টা মৌন মিছিল করেছে। আজ সোমবার সকালেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি মানববন্ধন কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের সদস্য অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, 'এই প্রতিবাদ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নয়, 'আচরণের' বিরুদ্ধে। শিক্ষকদের সম্মানের জায়গায় আঘাত লাগলে প্রতিবাদ করাটা শিক্ষক হিসেবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।' আওয়ামী লীগের সংবাদ সম্মেলন সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, 'উপাচার্যকে ক্ষমা চাওয়ার আলটিমেটাম দেওয়াটা অনাকাঙ্ক্ষিত, দুঃখজনক।' এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

অন্যদিকে রাজশাহী নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক মেয়র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন বলেন, 'শিক্ষকদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতারা যেন মুখোমুখি না হয় সে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, উপাচার্যের সঙ্গে সরকার দলীয় সাংসদ ও মহানগর আওয়ামী লীগ নেতাদের অসৌজন্যমূলক আচরণের ঘটনায় টানা তৃতীয় দিনের মতো প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। গতকাল রোববার দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচিতে এসব ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিচার দাবি করা হয়েছে। রোববার বেলা ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজ, সমাজকর্ম বিভাগ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ফোকলোর বিভাগ ক্যাম্পাসে মানববন্ধন, মৌন মিছিল, গণস্বাক্ষর কর্মসূচি ও সমাবেশ করেছে।

শিক্ষকের প্রতিবাদ : বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দপ্তরে গত বৃহস্পতিবার রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি শাহাদাৎ হোসেনকে মারার জন্য তেড়ে যাওয়া ও তাকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক হাবিবুর রহমান। রোববার হাবিবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ প্রতিবাদ জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বক্তব্য : গত ১৮ এপ্রিল রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগ আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনের বরাত দিয়ে যেসব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তার ব্যাখ্যা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। রোববার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের প্রশাসক অধ্যাপক ইলিয়াছ হোসেন স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ১৯ এপ্রিল উপাচার্য এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এসব সংবাদে যা বলা হয়েছে, তা বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক নয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

সাত দফা দাবিতে আন্দোলনে নামছে ছাত্রলীগ : সাত দফা দাবি নিয়ে আজ সোমবার থেকে কঠোর আন্দোলনে নামছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ। গতকাল রোববার দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটারিয়ায় এক সংবাদ সম্মেলনে কঠোর আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণা দেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি মিজানুর রহমান রানা।

সংবাদ সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি বলেন, ছাত্রলীগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে যৌক্তিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলনে নেমেছে। ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি গত ১৮ এপ্রিল উপাচার্যের কাছে দেওয়া হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছাত্রলীগের কোনো নেতা বা কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে আগামীকাল (আজ সোমবার) থেকে কঠোর আন্দোলনে নামবে।